চীনে ভূমিকম্পের ১১৫ ঘণ্টা পরও জীবিতদের উদ্ধার॥ কর্মীদের সর্বাত্মক অভিযান

চীনে ভূমিকম্প আঘাত হানার প্রায় ১১৫ ঘণ্টা পরও শনিবার ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জীবিত ব্যক্তিদের বের করে আনা হয়। উদ্ধারকারী দলগুলো হতাহতদের খোঁজে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় এটা সম্ভব হচ্ছে। ভূমিকম্পে প্রায় ৫০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও ভূমিকম্পদুর্গত সিচুয়ান প্রদেশে লোকজনের জীবন রক্ষা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে উদ্ধারকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ঐ প্রদেশ সফরকালে তিনি বলেন, উদ্ধার প্রচেষ্টায় এ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ওয়েনচুয়ান কাউন্টিতে একজন জার্মান পর্যটককে ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি ১১৪ ঘণ্টা ধরে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছিলেন। সোমবারের প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে ৪ লাখ ৩৬ হাজার বাড়িঘর ধ্বংস বা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৪৮ লাখ লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। এদিকে, ভূমিকম্পপরবর্তী ভূকম্পনে পূর্বাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশের বাসিন্দাদের দুঃখকষ্ট আরও বেড়ে গেছে। শুক্রবার সর্বশেষ ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূকম্পনের ফলে ভূমিধস ঘটে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়, ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং যানবাহন মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। খবর এএফপি, বিবিসি ও সিএনএন অনলাইনের।

চীনে উদ্ধারকারী দলগুলো ঘরবাড়ির নিচে চাপা পড়া লোকজনকে খুঁজে বের করতে কুকুর ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। ভূমিকম্পে শহর ও গ্রামগুলো দুমরানো-মচকানো ধাতব ও কংক্রিট পিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

বিদেশী ত্রাণ দলগুলোও উদ্ধার প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছে। কর্মীরা বেঁচে যাওয়া মানুষদের খুঁজে বের করতে মরণপন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বেইচুয়ান শহরের এক ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল থেকে এক শিশুকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও বলেন, যেখানেই আশার আলো দেখা যাবে, সেখানেই আমরা আটকাপড়াদের বাঁচাতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না। তিনি উদ্ধার তৎপরতায় ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে জানানো হয়। কর্মকর্তাদের হিসাবে ভূমিকম্পে ৪৮ লাখ লোক গৃহহীন হওয়ার প্রেক্ষিতে ছোট-বড় শহরগুলো কিভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভেঙ্গে পড়তে পারে, তা নিয়ে অনেক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সিচুয়ান প্রদেশে ভূমিকম্পে প্রায় ৭ হাজার স্কুল ধ্বংস হয়েছে। কেন এত স্কুল ভবন ধসে পড়ল, চীনা সরকার সেই বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছে।

শনিবার অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বেইচুয়ানে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ৩৩ জনকে উদ্ধার করে আনা হয়। এদিকে, চীনের ভূমিকম্প দুর্গত অঞ্চলে নিখোঁজ ১৪ জন তাইওয়ানী পর্যটককে নিরাপদ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এর আগে তারা স্থানীয় একটি গ্রামে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাইপেতে শনিবার এক ট্রাভেল এজেন্সি একথা জানায়।

সিচুয়ান থেকে বিবিসির সংবাদদাতা জানান, ভূমিকম্পের পর বেঁচে যাওয়া মানুষের সন্ধান করার ওপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সরকার লাখ লাখ বাস্তুহারা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেয়ার চেষ্টাও জোরদার করছে।

হাজার হাজার চীনা সৈন্য ও পুলিশ ত্রাণ তৎপরতা চালাতে সেখানে রয়েছে, কিন্তু রাস্তাঘাট ধ্বংস হওয়ায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও বলেন, ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটিই ছিল সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ও ব্যাপক ভূমিকম্প। তিনি জানান, এর মাত্রা ১৯৭৬ সালের তাংশানের ভূমিকম্পের মাত্রার চেয়েও বেশি ছিল। তাংশানের ভূমিকম্পে ২ লাখ ৪০ হাজার লোক মারা যায়। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির নিচে চাপা পড়া মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ফুরিয়ে আসার মধ্যে জাতিসংঘ চীনের জন্য ৭০ লাখ ডলার মঞ্জুর করেছে। এ অর্থ চীনের মানুষের জরুরী প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হবে। মালয়েশিয়া ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত চীনকে সহায়তা দিতে ১৫ লাখ ডলার দেয়ার অঙ্গীকার করেছে। এদিকে নিখোঁজ মালয়েশিয়ার ২৬ পর্যটককে পাওয়া গেছে এবং তারা দুর্গত এলাকা ছেড়ে গেছেন। মালয়েশিয়ান দূতাবাসের মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে নিউ স্ট্রেইটস টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ওয়েনচুয়ান এলাকার ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে মাওক্সিয়ানে এই ২৬ পর্যটক আটকা পড়ে। এদের মধ্যে ২৩ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ। এদের মধ্যে ১৮ জনই বয়স্ক। তাদের বিমানে করে চেংদু সামরিক বিমানবন্দরে আনা হয়েছে।

বুশ ও ম্যাককেইন আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন॥ বারাক ওবামা

ডেমোক্র্যাটিক মনোনয়নপ্রত্যাশী বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট বুশ ও রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর সমালোচনা করে বলেছেন যা, তাঁরা অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন। তাঁর এই বক্তব্যের জবাব অবশ্য রিপাবলিকান প্রার্থী ম্যাককেইন দিয়েছেন। ওবামা বুশের মধ্যপ্রাচ্য নীতিরও কড়া সমালোচনা করেন। খবর এএফপি, সিএনএন, নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্ট অনলাইনের।

ওবামা বলেন, 'গত আট বছর ধরে আমরা যা করেছি তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।' তিনি 'কৌশল, বিশ্লেষণ ও উপযুক্ত নীতি' অনুসরণের বদলে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ওয়াশিংটনের 'অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য, বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও জনমনে ভীতি সঞ্চারকারী' নীতি অবলম্বনের জন্য ওয়াশিংটনের সমালোচনা করেন। ওবামা বুশ প্রশাসনের সঙ্গে ম্যাককেইনের ঘনিষ্ঠতার রেকর্ড তুলে ধরে বলেন, যারা ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে যুদ্ধ চালিয়েছে, ৯/১১-এর রূপকার বিন লাদেনকে যারা পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই দলেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন ম্যাককেইন। ইরাক ইস্যুতে ওবামা তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি নির্বাচিত হলে ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সময়সীমার ঘোষণা দেবেন। অন্যদিকে, ম্যাককেইন চান ইরাক থেকে আংশিক প্রত্যাহার। এর জন্য কোন সময়সীমা ঘোষণা করতেও তিনি নারাজ। এ ছাড়া ইরান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া ও ভেনিজুয়েলার মতো বৈরি দেশগুলোর সঙ্গে সরাসরি আলোচনার যে পরিকল্পনার কথা ওবামা বলেছেন, ম্যাককেইন তারও কঠোর সমালোচনা করেছেন। শুক্রবার কেনটাকি অঙ্গরাজ্যের লুইসভিলে ন্যাশনাল রাইফেল এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে ম্যাককেইন বলেন, এর অর্থ হবে এমন এক শাসকগোষ্ঠীকে বৈধতা দেয়া যারা ইসরাইলকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তিনি ইরানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসার প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেন।

স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ভিটামিন ডি

স্তন ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে যাদের ভিটামিন ডি-এর পরিমাণ কম তাদের এ রোগে মারা যাবার কিংবা অধিক পরিমাণে এই পুষ্টিসমৃদ্ধ রোগীদের তুলনায় তাদের শরীরে এ রোগ আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে। খবর এপি অনলাইনের। সূর্যের আলোতে যে ক্যান্সার প্রতিরোধী উপাদান রয়েছে, এই গবেষণায় তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ কারণে এই গবেষণার ফল নিশ্চিতভাবেই 'সামান্য পরিমাণ সূর্যালোক স্বাস্থ্যের জন্য ভাল কি-না' তা এই বিতর্ককে আবারও উস্কে দিল। মানুষের ত্বক ভিটামিন ডি তৈরি করে সূর্যালোকের অতি-বেগুনী রশ্মি থেকে। অনেক ডাক্তারই মনে করেন, অতিমাত্রার সূর্যালোক ত্বকের ক্যান্সারের আশঙ্কা বৃদ্ধি করে, তবে অল্প পরিমাণ যেমন সপ্তাহে ১৫ মিনিট এরকম অল্প সময় সানক্রিম ছাড়া রোদে থাকলে তা উপকারে লাগতে পারে। কানাডার এই গবেষণায় আরও বলা হয়, যেসব খাদ্য এবং উপাদানে সবসময় ভিটামিন পাওয়া যায় সেগুলোর বেশির ভাগের মধ্যেই সর্বোচ্চমানের উপাদান ডি-৩ থাকে না এবং এসব খাবার রক্তের পুষ্টিমাত্রার ওপর খুব সামান্যই প্রভাব ফেলে। আর এর ফলেই সূর্যালোকের ক্যান্সার প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

তেল উত্তোলন বাড়ান॥ বুশের অনুরোধ সৌদি আরবের প্রত্যাখ্যান

বেশি করে তেল উত্তোলনের মার্কিন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে ঘনিষ্ঠ মিত্র সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্য সফররত বুশ শুক্রবার সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠককালে এই অনুরোধ করেন। তবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অশোধিত তেল উত্তোলনকারী দেশটি জানায় যে, বিশ্ব বাজারে তেল সরবরাহ ও চাহিদা বর্তমানে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আছে। শনিবার বুশ সফরের শেষ পর্যায়ে মিসরে যান। খবর এএফপি, সিএনএন ও গার্ডিয়ান অনলাইনের। সৌদি তেল মন্ত্রী আলী আল নুয়াইমী সাংবাদিকদের বলেন, 'এই মুহূর্তে তেলের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে একটি ভারসাম্য আছে। অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ীও অবস্থা স্বাভাবিক। অবশ্য গত ১০ মে তিনি বলেছিলেন, গ্রাহকদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তারা ১০ মে থেকে ৩ লাখ ব্যারেল তেল বেশি উত্তোলন করেছে। এর ফলে আগামী মাস থেকে দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৪ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল। এর আগে শুক্রবার প্রায় সারাদিন প্রেসিডেন্ট বুশ বাদশাহ আবদুল্লাহর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। তিনি তেলের মূল্যের উর্ধগতি ঠেকাতে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তোলন বাড়াতে বলেন। সৌদি কর্তৃপক্ষ এর জবাবে বলে যে, উত্তোলন বাড়ানোর বিষয়টি চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ওপর নির্ভর করে। চলতি বছর সৌদি আরবে বুশের এটা দ্বিতীয় সফর। শুক্রবারই বিশ্ববাজারে তেলের দাম দ্বিতীয়বারের মতো রেকর্ড সৃষ্টি করে ব্যারেল প্রতি ১২৭ ডলারে পৌঁছায়। এর আগে জানুয়ারিতে আগের সফরের সময় তেল উত্তোলন বাড়ানোর বুশের অনুরোধও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। জানুয়ারি মাসেও তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ১শ' ডলারের নিচেই ছিল। একজন মার্কিনীর তখন তেলের পেছনে দৈনিক গড়ে ৩ দশমিক ০৬ ডলার খরচ হতো। শুক্রবার সেই খরচ ৩ দশমিক ৭৮ ডলারে পৌঁছে। স্পষ্টতই মার্কিনীদের তেলের উচ্চমূল্য এখন গুনতে হচ্ছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য এটা বড় সমস্যা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যও এটা একটা বড় বাধা। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ডানা পেরিনো সৌদি আরব যাওয়ার পথে এ কথা বলেন।

মিয়ানমার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করছে ॥ ফ্রান্সের অভিযোগ

অবশেষে বিদেশী কূটনীতিকদের একটি গ্রুপকে শনিবার সকালে মিয়ানমারের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দু'সপ্তাহ আগে দেশটিতে ঘূর্ণিঝড় নার্গিস আঘাত হানার পর এটাই এ ধরনের প্রথম উদ্যোগ। পশ্চিমা এক কূটনীতিক এ কথা বলেছেন। এদিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত মিয়ানমার সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, বিদেশী সাহায্য গ্রহণ না করে দেশটির সরকার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের কাছাকাছি হীন কাজ করছেন। খবর এএফপি এবং বিবিসি অনলাইনের।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতিসংঘে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত এ অঞ্চলে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর জন্য ফ্রান্সকে অভিযুক্ত করার পরই ফরাসী রাষ্ট্রদূত জ্যাঁ মরিস রিপার্ত এ মন্তব্য করেন। ফ্রান্স বলেছে, জাহাজটি ঘূর্ণিঝড় নার্গিসের পর বেঁচে যাওয়া লোকজনের জন্য দেড় হাজার টন খাদ্য ও ওষুধ নিয়ে সেখানে গেছে। মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে গত ২ মে ঘূর্ণিঝড়ে নিহতের সংখ্যা ৭৮ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ সরকারী হিসাবে আরও ৫৬ হাজার লোক নিখোঁজ থাকার কথা বলা হয়েছে। এদিকে মিয়ানমারের সামরিক সরকারের আয়োজনে শনিবার সকাল প্রায় ৭টার দিকে বিদেশী কূটনীতিকদের বিধ্বস্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। নামপ্রকাশ না করার শর্তে এক কূটনীতিক বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ কথা জানান। মিয়ানমার সরকার ঝড়ের পর থেকেই বিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্যকর্মীসহ বিদেশীদের ভ্রমণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রাণের ভয়ে মেক্সিকোর অনেক পুলিশ কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চাচ্ছেন

মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে মেক্সিকোর পুলিশী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। গত ১৭ মাসে পুলিশের প্রধান, উপপ্রধানসহ শীর্ষস্থানীয় ডজনখানেক অফিসারসহ মোট ৩ হাজার পুলিশকে হত্যা করা হয়েছে। এ অবস্থায় উচ্চপদস্থ বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন বলে সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসসহ শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবর নিউইয়র্ক থেকে এনার।
উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ফক্স বিদায় নেয়ার পর নতুন প্রেসিডেন্ট ফিলিপ কালডেরন ১৭ মাস আগে দায়িত্ব গ্রহণের পরই শুরু করেছেন মাদক পাচারবিরোধী অভিযান। কেননা এটি ছিল তাঁর অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। ইতোপূর্বে মেক্সিকোর বেশ কয়েকটি এলাকায় মাদক ব্যবসায়ীরা শত শত মেক্সিকানকে হত্যা করে লাশ গুম করেছিল। সেগুলোর হদিস উদ্ঘাটনের পরই সর্বত্র এরকম পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। এরেই প্রেক্ষিতে নির্বাচনে জয়ী হন ফিলিপ কালডেরন। কিন্তু মাদক পাচারের সংঘবদ্ধ চক্র এতই সুসংগঠিত যে, পুলিশের প্রধান সিয়োডাড জুয়ারেজ, প্রিভেনটেটিভ পুলিশ কমান্ডার এডগার মিলান, উপপ্রধানসহ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের হত্যা করতেও তারা পিছপা হচ্ছে না। ফলে প্রেসিডেন্ট ফিলিপের অভিযানটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ফিলিপ মেক্সিকোর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সুদৃঢ় করতে চান। এজন্য প্রতিবেশী প্রেসিডেন্ট বুশ উদ্যোগী হয়ে ১৪০ কোটি ডলার মঞ্জুরের আবেদন করেছেন কংগ্রেসের কাছে। এ অর্থে শুধু মেক্সিকো নয়,

সেন্ট্রাল আমেরিকার দেশগুলোতেও মাদকবিরোধী সংঘবদ্ধ অভিযানে ব্যয় করা হবে। বুশের এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হাউসে পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি বিস্তারিত আলোচনা শেষে একটি বিল অনুমোদন করেছে ১৪ মে।

কুয়েত পার্লামেন্টের আগাম নির্বাচন ॥ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন

কুয়েতের নাগরিকরা ৫০ আসনের পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য শনিবার ভোট দিয়েছে। এটা ছিল দু'বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন। এর আগে পার্লামেন্ট সদস্য ও সরকারের মধ্যে কয়েক দফা বিরোধের কারণে এ ধনী দেশটির উন্নয়ন ব্যাহত হয়। কুয়েত ওপেকের সদস্য। খবর এএফপির।

আমির শেখ সাবাহ আল আহমদ আল সাবাহ ঐ উপসাগরীয় রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট মার্চ মাসে ভেঙ্গে দেয়ার পর এ আগাম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সরকার ও পার্লামেন্টের মধ্যে অচলাবস্থা দেখা দেয়ায় ২২ মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয়। এ নির্বাচনে মোট ২৭৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এক নতুন ব্যবস্থার আওতায় এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা ২৫ থেকে পাঁচ-এ নামিয়ে আনা হয়। প্রার্থীদের মধ্যে ২৭ জন মহিলা ছিলেন। আগের নির্বাচনেও একই সংখ্যক মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। প্রায় সাতটি সুন্নী ও শিয়া ইসলামপন্থী, উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী বিরোধী দল প্রায় ৪৫ জন প্রার্থী দাঁড় করায় এবং অন্য ২০ জন প্রার্থীকে সমর্থন করে। এএফপির সমীক্ষায় এটা দেখা যায়।

মিয়ানমারে গণভোটে জান্তার পক্ষে রায়ের দাবি সুচির দলের নাকচ

ইয়াঙ্গুন, ১৭ মে, এএফপি ॥ মিয়ানমারে নতুন সংবিধান প্রশ্নে অনুষ্ঠিত গণভোটে সামরিক জান্তা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে বলে যে দাবি করা হয়েছে আউং সান সুচির দল শনিবার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে ভোট দিতে জান্তা সরকার চাপ দেয় বলেও তারা অভিযোগ করে। ঘূর্ণিঝড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে থাকা সত্ত্বেও গত ১০ মে মিয়ানমারের বেশির ভাগ জায়গায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ঘূর্ণিঝড়ে কমপক্ষে ১ লাখ ৩৩ হাজার লোক নিহত অথবা নিখোঁজ হয়। জান্তা বৃহস্পতিবার ঘোষণা দেয় যে, ৯২ দশমিক ৪ শতাংশ ভোটার তাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। এই নতুন সংবিধান তৈরি করা হলে দু'বছর পর গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথ সুগম হবে বলে জান্তা জানায়।